আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ

নিচে উল্লেখিত ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ২৫ নম্বর পর্যন্ত মোট ২৫ টি মামলা একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়। প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে মেচাইতে একটি গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপনে জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহীর সহযোগিতায় ঘুষ গ্রহনের সংবাদ প্রকাশের পর আওয়ামী লীগের নেতারা বিভিন্ন জেলায় এই মামলাগুলো দায়ের করেন। তৌফিক-ই-ইলাহী নিজে একটি মামলা দায়ের করেন ঢাকায়। এই মামলা গ্রলোর মধ্যে ঢাকায় দায়ের করা মামলা ছাড়া বাকী সবগুলো স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুস্প্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। এরপর ঢাকার মামলাটিও খারিজ করে দেয় আদালত। কারণ মামলা দায়েরের পর বাদী তৌফিক-ই-ইলাহী আর কোনদিন কোর্টে হাজির হননি। সংক্ষুব্ধ ব্যাক্তি না হওয়া সত্বেও আইন অমান্য করে সংশ্লিস্ট জেলার বিচারকরা রাজনৈতিক কারণে সরকারি দলের রাজনৈতিক নেতাদের দায়ের করা মামলাগুলো গ্রহণ করেন। এসব মামলায় হাজিরা দিতে দীর্ঘদিন মাহমুদুর রহমানকে সারাদেশে ঘুরে ঘুরে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। তাঁতে হেনস্থা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

ক্রমিক নং	মামলা নাম্বার এবং মামলার বিবরণ	বাদী	ম্যাজিস্টেট	মামলার বর্তমান অবস্থা
১.	নাটোর মামলা নং ৪০০সি/০৯ তারিখ ২০-১২-০৯	অ্যাডভোকেট হানিফ আলী শেখ নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট শরীফ উদ্দিন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
২.	চট্রগ্রাম-মামলা নং- ১৬৯৩সি/০৯ তারিখ-২১-১২-০৯	শেখ শহীদ হোসেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট আসাদুজ্জামান খান	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৩.	জয়পুরহাট-মামলা নং-৩০৯সি/০৯ তারিখ-২১-১২-০৯	জাহেদুল আলম বেনু জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জাহাঙ্গির আলম	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৪.	কুমিল্লা মামলা নং **৫৮০সি/০৯** তারিখ ২২-১২-০৯	হুমায়ুন মাহমুদ কুমিল্লা উত্তর আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জহির উদ্দিন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৫.	বগুড়া মামলা নং ১৩৭৫সি/০৯, তারিখ-২২-১২-০৯	হাসানুজ্জামান বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট মো: হাসানুজ্জামান	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৬.	নওগাঁ মামলা নং ৬০০সি/০৯ তারিখ-২২-১২-০৯ **সমন- ৭-০৩-২০১০**	এ কে এম আতিকুজ্জামান নওগা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরি কমিটির সদস্য	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আখতার উল আলম	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৭.	নড়াইল মামলা নং ৪৭০সি/০৯, তারিখ-২৩-১২-০৯	নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্র লীগের সভাপতি তরিকুল বিশ্বাস ও সাধারণর সম্পাদক মোস্তফা কামাল	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট অমহল্য রতন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৮.	খুলনা-মামলা নং-৮১২সি তারিখ-২৩-১২-২০০৯	কামরুজ্জামান জামাল খুলনা জেলা যুবলীগের সভাপতি	বারেকুজ্জামান-মুখ্য মহানগর হাকিম-খুলনা	**হাইকোর্টে স্থগিত**
৯.	খাগড়াছড়ি-মামলা নং-৪১১/০৯ তারিখ-২৩-১২-০৯	এস এম শফি জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট ইখতিয়ারুল ইসলাম	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১০.	জামালপুর-মামলা নং- ৪৮৫সি/০৯ তারিখ-১৩-১২-০৯	অ্যাডভোকেট আমানুল্লাহ আকাশ জেলা আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি	সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জাহাঙ্গির আলম	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১১.	পাবনা মামলা নং- ৫১৭সি/০৯ তারিখ-২৪-১২-০৯	আবু ইসহাক শাহিন পাবনা জেলা আওয়ামী লগিের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আবুল কালাম আযাদ	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১২.	মাগুরা মামলা নং গ্রেফতারি পরোয়ানা তারিখ ২১-১২০৯	জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আশরাফ হোসেন লিটন	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট শেখ জালাল উদ্দিন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৩.	সিরাজগঞ্জ মামলা নং৫০৩সি/ ০৯ তারিখ-২৪-১২-০৯	সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কায়সার আহমদ লিটন	সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট নিলা কর্মকার	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৪.	যশোর মামলা নং-১৪৫৯সি/০৯ তারিখ-২৭-১২-০৯	এস এম আফজাল হোসেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতা	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কায়সারুল ইসলাম	**হাইকোর্টে স্থগিত**

১৫.	**রংপুর মামলা নং ৫১৪সি/০৯** তারিখ ২৭-১২-০৯	অ্যাডভোকেট মো: আবদুর রহমান আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট শারমিন আক্তার	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৬.	ঝিনাইদহ মামলা নং-৯১৭সি/০৯	মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম ঝিনাইদহ বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহবায়ক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট মাসুদুর রহমান	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৭.	লক্ষিপুর মামলা নং ৮১০সি/০৯	লক্ষিপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহিম	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জুলফিকার আলী	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৮.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া মামলা নং ৭৬৮সি/০৯	আমানুল হক সেন্টু বি বাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট তারিকুল ইসলাম	**হাইকোর্টে স্থগিত**
১৯.	গাইবান্দা মামলা নং ৮০৫সি/০৯	আবু বকর সিদ্দিক গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জলিল আহমদ	**হাইকোর্টে স্থগিত**
২০.	কুমিল্লা মামলা নং ৯৩৩/০৯	সফিকুল ইসলাম সিকদার যগ্ম-আহবায়ক কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ আওয়ামী লীগ	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কাজী বাহাউদ্দিন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
২১.	কুমিল্লা মামলা নং ৬২২/০৯	হাবিবুর রহমান মুরাদনগর আওয়ামী লীগ নেতা	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট জহির উদ্দিন	**হাইকোর্টে স্থগিত**
২২.	ঢাকা মামলা নং ৬৬৮৭ সি/০৯ খারিজ হয়ে গেছে	অ্যাডভোকেট আবদুল মালেক সভাপতি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন	সিএম এম ম্যাজিস্টেট এ কে এম এমদাদুল হক	**হাইকোর্টে স্থগিত**
২৩.	কক্সবাজার মামলা নং ৬৫১সি/০৯ তারিখ-২০-১২-০৯ আদালত খারিজ করে দিয়েছে। কোন সমন দেয়নি। বাদী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নয় বলে আদালত খারিজ করে দেয়।	মাহবুবুর রহমান মানু আওয়ামী যুবলীগের কক্সবাজার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক	এমতাজুল হক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কক্সবাজার	**খারিজ হয়ে গেছে**
২৪.	টাঙ্গাইল মামলা নং-৭০৬সি/০৯ তারিখ ৩১-১২-০৯			**হাইকোর্টে স্থগিত**
২৫.	ঢাকার মামলা নং তারিখ-১৯-০১-২০১০ সমন-০৯-০২-১০ বাদী দীর্ঘ দিন হাজির না হওয়ায় ০৯/০৬/২০১৩ ইং তারিখে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আলমগীর কবির আলী রাজ মামলা খারিজ করে দিয়েছেন	জ্বালানি উপদেস্টা তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী	রোকসানা বেগম হ্যাপি	**খারিজ হয়ে গেছে**
২৬.	মামলা নং ৯৫০/৯ মামলার তারিখ ২২/১১/ ২০০৯ অভিযোগ মানহানি, সিএমএম আদালতে শুনানি অব্যাহত আছে। সাক্ষী চলছে। ১৪-২-১৬ পরবর্তী তারিখ আছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-বিটিআরসিতে ভারতীয় ৫ জন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন-এ্ খবর প্রকাশের পর মানহানি মামলা	বাদী - বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কমিউনিকেশন।	ঢাকা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আদালত ঢাকা	**সিএমএম আদালতে সাক্ষী চলছে ,শুনানি অব্যাহত আছে**
২৭.	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে কক্সবাজার.. মামলা নং ১১- ৩০ জানুয়ারি ২০১০ দৈনিক আমার দেশে 'দিন বদলের চাঁদাবাজি / টেকনাফে এমপি বদির নামে চাঁদা আদায়' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি আবদুর রহমান বদির ভাই আমিনুর রহমান ওরফে আবদুল আমিন ওই মামলা দায়ের করেন।	আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি আবদুর রহমান বদির ভাই আমিনুর রহমান প্রকাশ আবদুল আমিন	কক্সবাজার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আদালতে (আদালত-৩) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেদুল করিম	**বাদীর অনুপস্থিতিতে মামলা খারিজ**
২৮.	রাজশাহীতে মামলা : ধারা ৫০০/৫০১ ধারার মানহানি জামিনে আছেন	মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ও লিটননের সহযোগী শামসুজ্জামান আওয়াল	ম্যাজিস্টেট কোর্ট রাজশাহী	**বাদী মামলা তুলে নিয়েছে**
২৯.	রাজশাহীতে মামলা : মানহানি ও ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ চেয়ে মামলা জামিনে আছেন	মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধক্ষ্য ও লিটনের সহযোগী শামসুজ্জামান আওয়াল	সদর সহকারি জজ আদালত	**বাদী মামলা তুলে নিয়েছে**

৩০.	প্রকাশিত সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজশাহীর সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বাদী হয়ে মানহানি মামলা	বাদী : সাবেক মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন	রাজশাহী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট আদালত	**বাদী মামলা তুলে নিয়েছে**
৩১.	গ্রেফতারের আগে ১-৬-২০১০ তারিখে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় বিদায়ী প্রকাশক মামলা নং ০১। ধারা-৪১০/৪২০/৫০০--- ম্যাজিস্টেট আদালতে জামিন মঞ্জুর। ইতোমধ্যে বাদী মামলা প্রত্যাহার করার আবেদন করার পরও পুলিশ চার্জশীট দিয়েছে।	বাদী : আলহাজ্ব হাসমত আলী	তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা : ঢাকা মেট্রোপলিটন, ঢাকা	**বাদী মামলা তুলে নিয়েছে**
৩২.	মামলা নং ২ (০৬) ২০১০ : মাহমুদুর রহমানকে প্রথম দফায় গ্রেফতারের দিন ২০১০ সালের ১ জুন দিবাগত রাতে পুলিশ আমার দেশ অফিসে এলে সাংবাদিকরা রাতের আধারে ওয়ারেন্ট ছাড়া কেন তাকে আটক করা হবে কৈফিয়ত চান। এ জন্য তাকে আটক করতে পুলিশের প্রায় ৬ ঘন্টা বিলম্ব হয়। মাহমুদুর রহমানের প্ররোচনায় পুলিশের কাজে বাধার অভিযোগে নতুন একটি মামলা দেয়া হয়। এটি হচ্ছে তেজগাঁও থানা মামলা নং ২ (৬) ২০১০। ধারা- ১৪৩/৩৪২/৩৩২/৩৫৩/১৮৬/৫০৬/১১৪ অভিযোগ--পুলিশের কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান এবং পুলিশকে শাররিক আঘাত করা, এই মামলায় আমার দেশের আরো ৫ জন সিনিয়র সাংবাদিককে এজহারভুক্ত ও আরো চার শতাধিক সাংবাদিককে অজ্ঞাত আসামী করা হয়েছে। মামলায় মাহমুদুর রহমান ও সাংবাদিকরা জামিনে আছেন। সবাই জামিনে আছেন	বাদী : তেজগাঁও থানা পুলিশের এস আই রেজাউল করিম	তেজগাঁও থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঢাকা	**চার্জ গঠনের তারিখ ২৯-২-১৬ ইং সিএমএম আদালত**
৩৩.	মামলা নং ৫ (৬) ২০১০ ইং: প্রথম দফায় গ্রেফতারের পর ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হলে উপস্থিত হাজার হাজার জনতা ও আইনজীবী জনাব মাহমুদুর রহমানের মুক্তি দাবী করে স্লোগান দিতে থাকে। হাফিজুর রহমান কবির নামে একজন বিএনপি কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। এই ঘটনায় রাতে কোতয়ালী থানায় মামলা নং ৫(৬) ২০১০ দায়ের করা হয়। অভিযোগ সমবেত লোকজন মাহমুদুর রহমানকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এবং পুলিশ ভ্যানের ভেতর থেকে মাহমুদুর রহমান উস্কানি দেয়। এই মামলায়ও অজ্ঞাতনামা চার শতাধীক ব্যাক্তিকে আসামী করা হয়। হাইকোর্টে জামিন মঞ্জুর	বাদী : কোতয়ালী থানা পুলিশ	কোতয়ালী থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি, ঢাকা)	**সিএমএম আদালতে পরবর্তি শুনানী ২৯-২-১৬ ইং**
৩৪.	উত্তরা মডেল থানা মামলা নং ৪৩ (৪) ২০১০। মামলাটি দায়েরের তারিখ ১৯/০৪/২০১০। এই মামলায় জনাব মাহমুদুর রহমান এফআইআর ভুক্ত আসামী নন। ধারা ২০০৯ সালের সন্ত্রাস দমন আইনের ৬(১)-এর (খ) /৮/৯(১)১১/১৩। তাঁকে ২ জুন গ্রেফতারের পর ৬ জুন তারিখে এ মামলাটিতে শ্যোন এরেস্ট দেখানো হয়। শ্যোন এরেস্ট দেখানোর আবেদনে মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতকে জানানো হয় হিজবুত তাহরির বাংলাদেশ কর্তৃক বিডিআর বিদ্রোহ, গ্যাস, পানি সমস্যা, ভারতের সহিত চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট, পোস্টার প্রচার-বিতরণ এবং বই প্রকাশ সংশ্লিষ্ট মিডিয়া ও প্রচার সচিব মোস্তফা মিনহাজের সাথে মাহমুদুর রহমানের যোগাযোগ ছিল। এছাড়া হিযবুত তাহরিরের পোস্টার ও লিফলেটের সাথে আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাদৃশ্য রয়েছে বলে ধারনা করছে পুলিশ। হাইকোর্ট বিভাগে জামিন মঞ্জুর	বাদী : উত্তরা থানা পুলিশ	উত্তরা থানা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি, ঢাকা)	**মামলা চলছে**
৩৫.	মামলা নম্বর ২১(৬)/১০ ঢাকার বিমান বন্দর থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। এই মামলায় অভিযোগ করা হয় ২০০৬ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে সরকারি কর্মরত আমলা ও অবসর প্রাপ্ত আমলাদের সঙ্গে বৈঠক করে দুর্বল তত্ত্বাবধায়ক সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র। এছাড়া ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে চার দলীয় জোটকে ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা করা। হাইকোর্ট বিভাগে জামিন মঞ্জুর	বাদী : বিমান বন্দর থানার তৎকালীন ওসি শামসুদ্দীন সালেহ আহমদ চৌধুরী	বিমান বন্দর থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি, ঢাকা)	**মামলা চলছে**
৩৬.	আদালত অবমাননার মামলা নং : ২১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে দৈনিক আমার দেশ-এ 'চেম্বার মানেই সরকার পক্ষে স্টে' শিরনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দুই আইনজীবী ৫ মে ২০১০ ইং তারিখে আদালত অবমাননার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। ২ জুন ২০১০ আদালত আমার দেশ সম্পাদক, প্রকাশক, উপ-সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক ও প্রতিবেদককে রুল জারি করন। ৮ জুলাই ২০১০	হাইকোর্টের আইনজীবী রিয়াজ উদ্দিন খান ও কাজী মইনুল হাসান	সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ	**আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদন্ড** দেয়া হয়। **বিশেষ প্রতিনিধি**

	বাংলাশের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো কোন আসামীকে আপিল বিভাগে হাজির করা হয়। আদালতকে মাহমদুর রহমান জানান তিনি ক্ষমা চাইবেন না। আদালতের জারি করা রুলের জবাব দেবেন। আদালতের সামনে মাহমুদুর রহমান নিজের পক্ষে নিজেই বক্তব্য রাখেন। ১৮ আগস্ট ২০১০ ইং তারিখে 'চেম্বার মানেই সরকার পক্ষে স্টে' প্রতিবেদনের জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীনভাবে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। একই প্রতিবেদনের কারনে আমার দেশের মাহমুদুর রহমান ৬ মাসের কারাদন্ড ভোগ শেষে ওই এক লাখ টাকা জরিমানা না দিয়ে আরো এক মাস সাজা ভোগ করেন।			**অলিউল্লাহ নোমানকে ১ মাসের কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা** অনদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড দেয়া হয়। **প্রকাশক হাশমত আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড** দেয়া হয়েছে। অপর ২ আসামীকে ক্ষমা করা হয়।
৩৭.	আদালত অবমাননার মামলা নং ২১ মে ২০১০ আমার দেশ-এ স্বাধীন বিচার বিভাগের নামে তামাশা শীর্ষক মন্তব্য প্রতিবেদন লেখায় দুই আইনজীবীর করা মামলার সঙ্গে সম্পূরক হিসেব অর্ন্তভুক্ত করে পরে রুল জারি করা হয়। এতেও সম্পাদক ও প্রতিবেদনের লেখক মাহমুদুর রহমান, ডেপুটি এডিটর, বার্তা সম্পাদক ও প্রকাশক হাসমত আলীকে বিবাদী করা হয়। এই মামলায় দীর্ঘ শুনানী শেষে ১১ অক্টোবর ২০১০ **মাহমুদুর রহমানক ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড** দেয়া হয়। ওই সময়কার প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেন। নিশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করায় প্রকাশক হাশমত আলী ও অপর আসমীদের ক্ষমা করা হয়।	হাইকোর্টের আইনজীবী রিয়াজ উদ্দিন খান ও কাজী মইনুল হাসান	সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ	**মাহমুদুর রহমানক ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড** দেয়া হয়।
	গোপালগঞ্জের মামলা সম্পর্কে বিশেষ নোট: প্রকাশিত যে খবর নিয়ে মামলা-গোপালগঞ্জের 'কোটালিপাড়ায় যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা ও তাদের স্বজনরা' মাহমুদুর রহমান ছাড়া আরও তিনজন নয়, দু'জন এর নামে ২৮ মার্চ ২০১১ ওয়ারেন্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্য দু'জন সাংবাদিক আমার দেশ এর নন, সম্ভবত একই ধরনের সংবাদ তাদের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ,বাকি যে দু'জন ঐ দিন অনুপস্থিত থাকায় ওয়ারেন্ট হয় তারা হলেন, দৈনিক ডেসটিনির কোটালীপাড়া সংবাদদাতা এইচ এম মেহেদী হাসানাত ও গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মাতৃভুমি সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন শেখ। ওয়ারেন্ট ইস্যুর পরদিন ২৯.০৩.১১ ইং মাহমুদুর রহমান গোপালগঞ্জে স্বশরীরে হাজির হলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট দিলিপ কুমার ভৌমিক তাকে জামিন দেন। **গোপালগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন লাভ**	৫		
৩৮.	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী এলাকা গোপালগেঞ্জ মানহানি মামলা	**হাইকোর্ট থেকে জামিনে আছেন**	গোপালগঞ্জের আদালতে মামলা চলছে	**মামলা চলছে**
৩৯.	গোপালগঞ্জে মানহানি মামলা	**হাইকোর্ট থেকে জামিনে**	গোপালগঞ্জের আদালতে মামলা চলছে	**মামলা চলছে**
৪০.	গোপালগঞ্জে মানহানি মামলা	**হাইকোর্ট থেকে জামিনে**	গোপালগঞ্জের আদালতে মামলা চলছে	**মামলা চলছে**
৪১.	গোপালগঞ্জে সিআর মামলা নম্বর ১১৩৭/১৩: হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি দখলের নিউজ করায় আনোয়ারুজ্জামান বাদী হয়ে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও সাথে প্রকাশক হাসমত আলী ও স্থানীয় প্রতিনিধি সারামাত হোসেনের নামে মামলা করে		গোপালগঞ্জের আদালতে মামলা চলছে	**মামলা চলছে**
৪২.	২০১০ সালের ১ জুন রাতে গ্রেফতারের পর গোপালগঞ্জের কোটালি পাড়া থানায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের। মামলাটিতে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়। **গোপালগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন লাভ**	**গোপালগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন লাভ**		**রিভিশন মামলা দায়ের করা হয়েছে**
৪৩.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা -ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৩৯০/২০১০,	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৪৪.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৪০১/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৪৫.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৪৫১/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**

৪৬.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৩৯১/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৪৭.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৪১২/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৪৮.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৩৯৫/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৪৯.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৪১৬/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৫০.	ফরিদপুরে **মানহানির মামলা-ধারা ৫০০/৫০১** মামলা নং ৩৮৯/২০১০	ফরিদপুরে জামিনে আছেন	**ম্যাজিস্টেট কোর্ট ফরিদপুর**	**বিচারাধীন**
৫১.	**গুলশান থানার মামলা নম্বর ৩৬(৬) ২০১০** মামলার তারিখ ১৩/০৬/২০১০। অভিযোগ : সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা না দেয়া। মাহমুদুর রহমান মামলা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করলে ২৬/০৫/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম আবেদন খারিজ করে দেন। এই মামলায় মাহমুদুর রহমানের ৩ বছর সাজা দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। তিন বছরের অধিক সময় মাহমুদুর রহমান জেলে থাকায় এই মামলায় ইতোমধ্যে মাহমুদুর রহমানের সাজা খাটা হয়ে গেছে, যদিও আপিল করা হয়েছে।	বাদী : দুর্নীতি দমন কমিশন দদুকের উপ-পরিচালক নুর মোহাম্মদ।	**গুলশান থানা, ঢাকা, দুদক**	**এই মামলায় মাহমুদুর রহমানের ৩ বছর সাজা দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত**
৫২.	**মামলা নং : সিআর ১৩/১২** অভিযোগ 'কামাল মজুমদার ও তার ছেলের সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ মিরপুরবাসী' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর ঢাকা-১৫ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য কামাল মজুমদার বাদী হয়ে ৫ জানুয়ারি ২০১২ ঢাকা মহানগর হাকিম হাসিবুল হকের আদালতে ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করেন। এতে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় দেশবিদেশে তার মানহানি হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান প্রকাশক ও প্রতিবেদকে আসামী করা হয়েছে।	বাদী : আওয়ামী লীগের এমপি কামাল মজুমদার	**ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে বিচার চলছে**	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়**
৫৩.	সি আর মামলা নম্বর ১২৬১/১০ স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্যদ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের ভুমিকা নিয়ে রিপোর্ট করায় মানহানি মামলা।	বাদী : খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের ভাই মোরশেদুল ইসলাম	**ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে**	**হাইকোর্টে মামলাটি স্থগিত রয়েছে**
৫৪.	**মামলা নং সিআর ১৬/১২ : ০৮ জানুয়ারি ২০১২** সেনাবাহিনীর ভাবমুর্তি খর্ব ও সম্মান হানির অভিযোগ এনে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর (অব.) শাহ আলম তালুদকার বাদী হয়েছে ঢাকার সিএমএম মুহাম্মদ শামসুল ইসলামের আদালতে মামলা করেন। এজহারে বলা হয়েছে '৩ জানুয়ারি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় 'মেজর জিয়াকে নিয়ে রহস্য' শিরনামে পরিবেশিত সংবাদে সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা হিসেবে তবাদীর মান মর্যাদা/সম্মান হানি হয়েছে। মামলায় সম্পাদক, প্রকাশক ও বিশেষ প্রতিবেদককে আসামী করা হয়েছে	বাদী : সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর অব. শাহ আলম	**ঢাকার সিএমএম আদালত**	**মামলা চলছে, চার্জ শুনানির জন্য ৩-৩-১৬ইং তারিখ ধার্য আছে**
৫৫.	মামলা নং : গত ৮/ ০১/২০১২ সিলেটের গোলাপগঞ্জের পৌর মেয়র ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া আহমদ পাপলু বাদী হয়ে 'সিলেটের গোলাপগঞ্জে এক সংখ্যা লঘুর মালিকানাধীন জমির ওপর দেয়াল নির্মিত দেয়াল ও দোকান ভাংচুর করে রাস্তা নির্মাণ' শীর্ষক প্রতিবেদন হওয়ায় পত্রিকার সম্পাদক মাহুমুদুর রহমান, প্রকাশক হাসমত আলী ও স্থানীয় প্রতিনিধি ও ওই জমির মালিক সংখ্যালঘু প্রফুল্ল কুমার ও নুরুল ইসলামকে আসামী করা হয়েছে। ওই সংবাদে বাদীর ৫ কোটি টাকার মানহানি হয়েছে বলে এজহারে বলা হয়েছে।	বাদী : সিলেটের গোলাপগঞ্জের পৌর মেয়র ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া আহমদ পাপলু		**বাদী মামলা তুলে নিয়েছে**
৫৬.	তারিখ ১৭/০৬/ ২০১২ : আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমদুর রহমান ও পত্রিকাটির সংসদ রিপোর্টারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিভাগের বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের বেঞ্চ রুল ইস্যু করে। পত্রিকায় বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিককে নিয়ে স্পিকারের রুলিংয়ের ভাগ্য অনিশ্চিত : আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বললে কিছু করার নেই, ক্ষমতা পেলে কি হনুরে ভাবলে সমস্যা' শীর্ষক একটি খবরের প্রেক্ষিতে এই রুল জারি করা হয়।	হাইকোর্টের বিভাগের বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের বেঞ্চ	**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ**	

৫৭.	১৮/০৬/২০১২ : ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের বেঞ্চ দ্বিতীয় রুল ইস্যু করে। একই সঙ্গে মাহমুদুর রহমান ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ১৮ আইনজীবীকে আদালতে তলব করা হয়। 'লন্ডনে বিচারপতি মানিকের একাধিক বাড়ি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আইনজীবী ফোরাম' শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ওই আদেশ দেন।	হাইকোর্টের বিভাগের বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের বেঞ্চ	**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ**	
৫৮.	২৪/০৯/২০১২ : রংপুরের হাতিবান্ধা উপজেলার ভেলাগুড়ি ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রেজাউল করিম ওরফে রুপু মাস্টার বাদী হয়ে রংপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আদালতে মামলা মাহমুদুর রহমানসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এক যুবককে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর নামে প্রতারণা করে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা নেয়া প্রসঙ্গে সংবাদ প্রকাশের পর বাদী ওই মামলা করেন। যদিও একই তারিখে আরো বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে ওই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মামলা করা হয়েছে শুধু আমার দেশের বিরুদ্ধে।	বাদী : রেজাউল করিম ওরফে রুপু মাস্টার	**রংপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আদালত**	
৫৯.	আইসিটি ও রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ২০(১২)/১২ তারিখ : ১৩/১২/২০১২ বহুল আলোচিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রিসাইডং জাজ বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম ও প্রবাসী আইনজ্ঞ আহমেদ জিয়া উদ্দিনের মধ্যে স্কাইপে সংলাপ প্রকাশ করায় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার অপরাধ আইনে ম্যাজিস্ট্রেট এসএম আশিকুর রহমান মামলাটি এজাহার হিসেবে গণ্য করে আইনানুগ ব্যাবস্থা নিতে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছিলেন। **এই মামলায় মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।**	বাদী : যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর সাইদুর রহমান। হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও তার বিরুদ্ধে সরকার আপলি বিভাগে চেম্বার জজের কাছে যায় ৯-২-১৬ ইং চেম্বার জজের ওখানে হয়। ১১-২-১৬ইং প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি	**তেজগাও থানা ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালত**	**হাইকোর্ট থেকে পাওয়া জামিনের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল প্রধান বিচারপতির আদালতে শুনানি ১১-২-১৬ ইং মামলা বিচারধীন, হাজিরা দিতে হয়**
৬০.	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মওলানা নুরুল ইসলাম ওরফে রাজাকার নুরু জামালপুরের আমলি আদালত 'খ' অঞ্চলের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট আলমগীর হোসাইনের আদালতে মামলা দায়ের করেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আমার দেশ পত্রিকায় 'যুদ্ধাপরপরাধী নুর মাওলানা গণজাগরণ মঞ্চের নেতা; শিরনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক হাসমত আলী ও স্টাফ রিপোর্টারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন	বাদী : আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মওলানা নুরুল ইসলাম	**জামালপুর জেলা আমলি আদালত 'খ' অঞ্চলের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলমগীর হোসাইনের আদালত**	বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়
৬১.	**রমনা থানায় মামলা নম্বর ৩৩ : তারিখ ২২/০২/২০১৩ :** রমনা থানায় দায়ের করা ৩৩ নং মামলায় মাহমুদুর রহামানক ২৮ নং আসামী করা হয়েছে। পুলিশের এসআই মীর রেজাউল করিমের দায়ের করা এই হয়েছে মাহমুদুর রহমান এর পত্রিকায় উস্কানিমুলক সংবাদ প্রচার করার কারনে এজহারভুক্ত আসামীরা শাহবাগ প্রজন্ম চত্তর ভাংচুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পুলিশকে মারপিট করে। পুলিশ ৫০ রাউন্ডের বেশি গুলি এবং বেশ কিছু কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ধারা : ১৪৭/ ১৪৮/ ১৪৯/ ৩০৭/ ৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/ ৩৭৯/ ৪২৭/ ৪৩৫/ ১০৯/ ৩৪ পেনাল কোড ও তৎসহ বিস্ফোরক আইনের ৩/৬ ধারায় মামলা করে।	পুলিশের এসআই মীর রেজাউল করিমের	**রমনা থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ঢাকা**	বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়। ৭-২-১৬ইং সিএমএম কোর্টে সর্বশেষ হাজিরা ছিল নতুন তারিখ ২১/৩/১৬ ইং **হাইকোর্ট থেকে জামিনে আছেন**
৬২.	**শাহবাগ থানার মামলা নম্বর ২১:** তারিখ ২২/০২/২০১৩ ইং : শাহবাগ থানার এসআই মির্জা মো. বদরুল হাসান বাদী হয়ে মাহমুদুর রহমানসহ ৩১ আসামীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৬০০/৭০০ ব্যক্তিকে আসামী করে। অভিযোগে বলা হয়েছে দৈনিক আমার দেশ ও নয়াদিগন্ত পত্রিকায় ধর্মীয় উন্মাদনা ও যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার্থে উস্কানিমূলক লেখনির প্রেক্ষিতে ২২/০২/২০১৩ ইং তারিখে শাহবাগ থানাধীন কাঁটাবন এলাকায় রাস্ট্রায় মারাত্মক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ককটেল বোমা সজ্জিত হয়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত প্রজন্ম গণজাগরণ মঞ্চ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দিকে আসতে চাইলে পুলিশ বাঁধা দেয়। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতারকৃত আসামী শাহ নুরে আলম হামেদী নিক্ষিপ্ত ককটেল বোমা বোমা মেরে খুন করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে এসি ধানমন্ডি জোন রেজাউল করিম পিপিএম এর ডান পায়ে পড়ের বিস্ফোরিত হয় এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ও.সি শাহবাগ থানা রেজাউল করিমকে কপালে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। জনগনের জানমাল রক্ষার্থে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কয়েক রাউন্ড শর্টগানের গুলি করে। আসামী শাহ নুরে আলম হামেদী	শাহবাগ থানার এসআই মির্জা মো. বদরুল হাসান	**শাহবাগ থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ঢাকা**	বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়। ৯-২-১৬ ইং সিএমএম কোর্টে হাজিরা ছিল, নতুন তারিখ ১৪/৩/১৬ইং **হাইকোর্ট থেকে জামিনে আছেন**

	মাইক্রোবাসে হেফাজতে ইসলামসহ বিভিন্ন লেখা ছিল। গ্রেফতারকৃত শাহ নুরে আলম হামেদী জানায় তার লন্ডনের নাগরিক আছে। আসামীদের বিরুদ্দে ১৪৭/ ১৪৮/ ১৮৯/ ১৮৬/ ২৯৫/ ৩২৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/ ৪৩৫/ ৬০৫ ধারার অপরাধ ও তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৩/৪/৬ ধরা মামলা করে।			
৬৩.	**শাহবাগ থানা মামলা নম্বর ২২ : তারিখ ২২/০২/২০১৩ :** শাহবাগ থানার এস আই জলিলুর রহমান বাী হয়ে মামলার এজহারে ত্রিশ নম্বরে মাহমুদুর রহমানের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত নামা ৪০০/৫০০ আসামীর বিরুদ্ধে দৈনিক আমার দেশ ও নয়া দিগন্ত পত্রিকার উস্কানিমূলক লেখার কারনে মৎস ভবন থেকে ইউবিএল ক্রসিং পর্যন্ত এলাকায় সমাবেশ ও শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত গণজাগরণ মঞ্চ এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ভাংচুরের জন্য শাহবাগের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাঁধা দেয়। আসামীরা সরকার ও পুলিশ সম্পর্কে উস্কানিমুলক স্লোগান দেয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ২৫/৩০ গাড়ি ভাংচুর করে ও একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। আসামীরা পুলিশকে হত্যার হুমকি দেয়। এতে পুলিশ সমাবেশে গুলি করে ও টিয়ারসলে নিক্ষেপ করে। পুলিশ মামলাটি দন্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/ ১৪৮/ ১৮৬/ ২৯৫/ ৩২৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/ ৪৩৫/ ৬০৫ ধারার অপরাধ ও তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৩/৮/৬ ধরা মামলা করে।	বাদী : শাহবাগ থানার এস আই জলিলুর রহমান হাইকোর্ট থেকে জামিনে আছেন	**শাহবাগ থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ঢাকা**	বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়। ৭-২-১৬ ইং সিএমএম কোর্টে সর্বশেষ হাজিরা ছিল, নতুন তারিখ ১০/৩/১৬ইং
৬৪.	**শাহবাগ থানা মামলা নম্বর ২৩ তারিখ ২২/০২/২০১৩ :** শাহবাগ থানা এসআই আনোয়ারুল হক বাদী হয়ে মাহমুদুর রহমানের নাম উল্লেখ করে ৩০০০/৪০০০ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়েছে, দৈনিক আমার দেশ ও নয়াদিগন্ত পত্রিকার উস্কানিমূলক লেখা প্রেক্ষিতে শাহবাগ থানার জিরোপয়েন্ট সংলগ্ন পীর ইয়ামেনী মার্কেটের সামনের রাস্তায় মারাত্মক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ককটেল বোমা সজ্জিত হয়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত প্রজন্ম গণজাগরণ মঞ্চ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দিকে আসতে চাইলে পুলিশ বাঁধা দেয়। ফলে আসামীরা সরকার ও পুলিশ সম্পর্কে নানাবিদ উস্কানিমূলক বক্তব্য স্লোগান দিয়ে পুলিশকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল ও ককটেল নিক্ষেপ শুরু করে। পুলিশ নিজেদের জানমাল রক্ষা ও সরকারি অস্ত্রগুলিসহ জনগনের জানমাল রক্ষার্থে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কয়েক রাউন্ড শর্টগানের গুলি করে। এই (এবি) নজরুল ইসলামের বেতের লাঠি ভাঙিয়া যায়। পুলিশ গ্যাস সেল ফায়ার করে। আসামীদের বিরুদ্ধে ১৪৩/১৪৭/ ১৪৮/ ১৮৬/ ২৯৫/ ৩২৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/ ৪৩৫/ ৬০৫ ধারার অপরাধ ও তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৩/৮/৬ ধরা মামলা করে।	শাহবাগ থানার এসআই আনোয়ারুল হক হাইকোর্টে জামিন	**শাহবাগ থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ঢাকা**	বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়, সিএমএম আদালতে ১০-২-১৬ ইং হাজিরা
৬৫.	**শাহবাগ থানায় মামলা নম্বর ২৪ তারিখ ২২/০২/২০১৩ ইং :** এএসআই মো. ছানোয়ার হোসেন বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এই মামলাটি করেন। এতে জামায়াত নেতা হামিদুর রহমান আযাদ এমপি ও ইসলামী দলগুলোর নেতাদের নাম উল্লেখ করে ২৭ নম্বর মাহমুদুর রহমান উল্লেখ করা হয়। আসামীরাসহ এক থেকে দেড় হাজার লোক দৈনিক আমার দেশ ও নয়া দিগন্ত পত্রিকায় উস্কানিমূলক লেখার প্রেক্ষিতে শাহবাগ থানার অমর একুশে হল, ঢাবি ও আনন্দবাজারের মাঝখানে মারাত্মক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ককটেল বোমা সজ্জিত হয়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত প্রজন্ম গণজাগরণ মঞ্চ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দিকে আসতে চাইলে পুলিশ বাঁধা দেয়। ফলে আসামীরা সরকার ও পুলিশ সম্পর্কে নানাবিদ উস্কানিমূলক বক্তব্য ও ইসলাম ধর্মের অবমাননাকর স্লোগান দিয়ে পুলিশকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল ও ককটেল নিক্ষেপ শুরু করে। রাস্তায় চলাচলরত পথচারিদেরকে মারপিট করে এবং বিভিন্ন ধরনের ৭/৮টি গাড়ি ভাংচুর করে এবং একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ সেখানেও ২৮ রাউন্ড শর্টগানের গুলি করে। আসামীদের বিরুদ্ধে ১৪৩/১৪৭/ ১৪৮/ ১৮৬/ ২৯৫/ ৩২৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/ ৪৩৫/ ৬০৫ ও তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৩/৬ ধরা মামলা করে।	শাহবাগ থানার এএসআই মো. ছানোয়ার হোসেন **হাইকোর্ট থেকে জামিনে আছেন**	**শাহবাগ থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ঢাকা**	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতেহয়। গত ৭-২-১৬ ইং সিএমএম কোর্টে সর্বশেষ হাজিরা ছিল।**
৬৬.	২৪/০২/২০১৩ : আমার দেশ পত্রিকা ও সাম্পাদকের বিরুদ্ধে শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ও ২৮ অক্টোবর লগিবৈঠার খুনি বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু বাদী হয়ে	বাদী : কথিত গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠন ২৮ অক্টোবর লগিবৈঠার খুনি	**শাহবাগ থানা, ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ, ডিএমপি ঢাকা**	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়**

	জিডি করেন। তার অভিযোগ আমার দেশ সংবাদ প্রকাশ করে তার নিরাপত্তাহীতা তৈরি করেছে।	বাপ্টপ্পাতিদ্য বসু		
৬৭.	৩/০৩/ ২০১৩: সাবেক রেল মন্ত্রী ও পরে দপ্তর বিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নামে 'এতিম স্কুলের বারান্দ থেকে তিন কোটি টাকা ঘুষ দাবী সুরঞ্জিতের' শীর্ষ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ কর্মী হুমায়ুন রশীদ লাভলু নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা বাদী হয়ে সিলেটের মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করেন। মামলায় আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক হাসমত আলী, সিনিয়র প্রতিবেদক কাদের গণি চৌধুরীসহ কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছে। এজহারে বলা হয়েছে খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুরঞ্জিতের মানহানি হয়েছে। তাই বাদী তার নির্বাচনী এলাকার ভোটার ও আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে সংক্ষুব্ধ হয়ে এই মামলা দায়ের করেছেন।	বাদী : আওয়ামী লীগ কর্মী ও দপ্তর বিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সহযোগী হুমায়ুন রশীদ লাভলু	**সিলেটের মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে**	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়**
৬৮.	**তেজগাঁও থানা মামলা নম্বর ১৭ :** **(তারিখ ১৭/০৩/২০১৩)** গত ১৭ মার্চ ৬ নম্বর রুটের ঢাকা মেট্রো ব-১১-৩৭৬৮ নম্বর বাসের চালক আনোয়ার হোসেন ওরফে বাবু বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মাহমুদুর রহমানসহ ৩২ জনকে এজহার নামীয় আসামী করা হয়েছে। আসামীদের নাম উল্লেখের পর এজহার বিবরণী বাদী উল্লেখ করেন ৫০/৬০ জন যাত্রীবেশি অপরাধী গাড়িতে ওঠার ভান করিয়া দুইটি দরজার সামনে ভিড় করে। যাত্রীরা নামিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ আগুন ধরাইয়া দেয়।' ধারা : ১৪৩/ ৩২৩/ ৪৩৫/ ৪২৭/ ৩০৭ পেনাল কোড। উল্লেখ্য ওই সময় মাহমুদুর রহমান নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন। পরবর্তী রিমান্ড প্রতিবেদনে মাহমুদুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ এই মামলায় মাহমুদুর রহমানের ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে এবং ৩ দিনের রিমন্ড দেয়া য়েছে। মামলটিতে এখনো গ্রেফতার রয়েছেন মাহমুদুর রহমান।	বাদী : ৬ নম্বর রুটের ঢাকা মেট্রো ব-১১-৩৭৬৮ নম্বর বাসের চালক আনোয়ার হোসেন ওরফে বাবু	**তেজগাঁও থানা, ডিএমপি. ঢাকা** সিএমএম কোর্ট হাজিরা ২৮/১/১৬ ইং হাইকোর্ট থেকে জামিন	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়**
৬৯.	**তেজগাঁও থানা মামলা নম্বর ৩৩ : (২৬/০৩/২০১৩):** গত ২৬ মার্চ মাদারিপুরের বাসিন্দা টাক্সিক্যাচ চালুক মো. বাবুলের দায়ের করা মামলায় মাহমুদুর রহমানকে ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। মামলার এজহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, 'তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গাড়ির পিছন সিটে আগুন লাগাইয়া দেয়, আগুন পিছনের ছিটে এবং সামনের সিটে ছড়াইয়া পড়িতে থাকিলে চালক নামিয়া থামানোর চেষ্টা করেন।' ধারা : ১৪৩/ ৪৩৫/ ৪২৭/ ৩০৭ পেনাল কোড। এই মামলায় রিমান্ড প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'ঘটনার সঙ্গে মাহমুদুর রহামন ওৎপ্রতোভাবে জড়িত। তিনি মামলার অজ্ঞাতনামা পালাতক আসামীদের সঙ্গে সখ্যতাসহ তাদের চিনে বলিয়া গোপন সূত্রে জানা যায়। এই অবস্থায় আসামীকে পুলিশ রিমান্ডে আনিয়া ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে অজ্ঞাতনামা পলাতক আসামীদের নাম ঠিকানা উদঘাটন, গ্রেফতার ও মামলার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে।'	বাদী : মাদারিপুরের বাসিন্দা টাক্সিক্যাচ চালুক মো. বাবুল	**তেজগাঁও থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ডিএমপি ঢাকা হাজিরা ১৪/১/১৬ ইং হাইকোর্ট থেকে জামিন**	**বিচারাধীন, হাজিরা দিতে হয়**
৭০.	সব মামলায় মাহমুদুর রহমান আপিল বিভাগ থেকে জামিন পাওয়ার পর যখন মুক্তির প্রহর গুনছেন তখন ১৪.০২.১৬ইং ২০১৩ সালের শাহবাগ থানার একটি মামলায় তাকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। মামলার বিস্তারিত হচ্ছে প্রায় ৭০ টি মামলায় জামিনের পর মুক্তি পাবার আগ মুহূর্তে রোববার গভীর রাতে আমার দেশ পত্রিকার মুজলুম সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে শাহাবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় শোন এরেস্ট দেখিয়ে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে শাহাবাগ থানার এসআই হারুণ অর রশিদ। মামলা নং ৫০ (১) ২০১৩। ওই মামলায় মোট এজাহার নামিয় অভিযুক্ত ৪৪ জনের মধ্যে মাহমুদুর রহমানের নাম নেই। ঘটনার তিন বছর পর রিমান্ডের আবেদনে পুলিশ উল্লেখ করেছে, ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ ঘটনাস্থল শাহাবাগ থানাধিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের বিপরীতে কাজি মোকাররম হোসেন ভবনের গেইটে, প্রাণ ও সম্পদের বিনষ্ট করায় সহায়তার অপরাধে অভিযুক্ত মাহমুদুর রহমান। তিনি গত ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তেজগাঁও থানার ২০/১২/১২ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে কারাগারে আছেন। তিনি ঘটনার			

	সময় ও তারিখে মামলার এজাহার নামীয় আসামীসহ পলাতক আসামীদের মামলার ঘটনা সংগঠন করার লক্ষ্যে ঘটনার পুর্বে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সভা সমাবেশে উস্কানীমুলক বক্তব্য প্রদান করে। যার ফলে মামলার এজাহারসহ পলাতক আসামীরা মামলার ঘটনা সংঘঠিত করেছে। আসামী মাহমুদুর রহমানকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নিবির ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে মামলার মূল রহস্য উদঘাটন ও ইন্ধনদাতাসহ এজাহারনামীয় ও পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। এই অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাহমুদুর রহমানকে ৭ দিনের রিমান্ডে আনা একান্ত প্রয়োজন।			